

বিশ্বাস, আনুগত্য, অনুগ্রহ

আপনার আধ্যাত্মিক গৃহ নির্মাণ

বাইবেল বিশ্বাসের জীবনকে চিত্রিত করার জন্য একটি ঘর নির্মাণের শক্তিশালী রূপক ব্যবহার করে—যা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নির্মিত একটি আধ্যাত্মিক সৌধ, যেখানে বিশ্বাস, বাধ্যতা এবং অনুগ্রহ অপরিহার্য স্তম্ভ হিসাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। এই চিত্রকল্পটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে ক্রমাগত উন্মোচিত হয়, যা মথি ৭:২৪-২৭ পদে যীশুর মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়ে, ১ করিন্থীয় ৩:৯-১৫ পদে পৌলের ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়, ইফিসীয় ২:১৯-২২ পদে বিশ্বাসীদের একত্রিত করে এবং ১ পিতর ২:৪-৮ পদে পিতরের জীবন্ত পাথরের বর্ণনার মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এই পদগুলো একত্রে একটি অবিচ্ছিন্ন উত্থান-পতন তৈরি করে: ঝড়-ঝাপটা সহকারী অটল ভিত্তি বিজ্ঞতার সাথে বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে, বিচার সহকারী নির্মাণ সামগ্রী সাবধানে নির্বাচন করা, অনুগ্রহে গাঁথা একটি পবিত্র পরিবারের অংশ হওয়া, এবং অবশেষে প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত উপাদান হিসাবে একত্রিত হওয়া পর্যন্ত। লেখকের একটি স্বপ্ন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাইবেলের গভীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই গবেষণাটি প্রকাশ করে যে, কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আনুগত্য একটি দৃঢ় আধ্যাত্মিক গৃহ নির্মাণ করে, যা তাঁকে সম্মান করে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত টিকে থাকে।

প্রজ্ঞাপূর্ণ ভিত্তি: শ্রবণ ও মান্য করা (মথি ৭:২৪-২৭)

যিশু পর্বতের উপর উপদেশের শেষে এই স্থাপত্যিক রূপকটি শুরু করেন, যেখানে তিনি দুজন নির্মাতার মধ্যে তুলনা করে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বাধ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করেন, “অতএব, যে কেউ আমার এই কথা শুনে কাজে লাগায়, সে সেই বুদ্ধিমান লোকের মতো, যে পাথরের উপর নিজের ঘর তৈরি করেছিল” (পদ ২৪)। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, এবং বাতাস বইল ও ঘরের উপর আঘাত হানল, তবুও তা পড়ল না, কারণ তার ভিত্তি ছিল মজবুত—যা ঈশ্বরের সত্যের উপর বিশ্বাস ও তা প্রয়োগ করার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের প্রতীক। এর বিপরীতে, মুর্থ নির্মাতা একই কথা শোনে কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করে না, বালির উপর ঘর তৈরি করে; যখন ঝড় আসে, “তা পড়ল—এবং তার পতন ছিল ভয়াবহ” (পদ ২৭)। এই দৃষ্টান্তটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বিন্দু স্থাপন করে: ভিত্তি হলেন স্বয়ং যিশু খ্রীষ্ট (যেমন পৌল পরে ১ করিন্থীয় ৩:১১ পদে স্পষ্ট করেছেন), এবং বাধ্যতাই তাঁর উপর ঘরটিকে সুরক্ষিত রাখে, যা জীবনের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে টিকে থাকা নিশ্চিত করে।

টেকসই উপকরণ দিয়ে নির্মাণ: অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত (১ করিন্থীয় ৩:৯-১৫)

যিশুর বিচক্ষণ নির্মাণের উপর জোর দেওয়ার সূত্র ধরে, পৌল ১ করিন্থীয় ৩:৯-১৫ পদে এই রূপকটিকে আরও বিস্তৃত করেছেন, যেখানে তিনি মণ্ডলীর মধ্যকার বিভাজনের কথা বলেছেন এবং নির্মাণকাজে দায়িত্বের উপর জোর দিয়েছেন। পৌল লেখেন, “কারণ আমরা ঈশ্বরের সেবায় সহকর্মী; তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, ঈশ্বরের ভবন” (পদ ৯)। তিনি স্পষ্টভাবে ভিত্তিটিকে চিহ্নিত করেছেন: “কারণ যে ভিত্তি আগে থেকেই স্থাপন করা আছে, সেই যিশু খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউ কোনো ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না” (পদ ১১)—যা মথির দৃষ্টান্তের অটল ভিত্তির সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এই একমাত্র ভিত্তির উপরেই প্রত্যেক নির্মাতাকে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে: “যদি কেউ এই ভিত্তির উপরে সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড় বা বিচালি দিয়ে নির্মাণ করে, তবে তার কাজ যেমন, তা প্রকাশ হয়ে যাবে, কারণ সেই দিন তা প্রকাশ করে দেবে” (পদ ১২-১৩)। আগুন প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের গুণমান পরীক্ষা করবে; স্থায়ী উপাদান—বিশ্বস্ত বাধ্যতার কাজ, অনন্তকালীন সেবা এবং খ্রীষ্টে প্রোথিত শিক্ষা—টিকে থাকবে এবং পুরস্কার বয়ে আনবে, কিন্তু নশ্বর উপাদানগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, যদিও নির্মাতা রক্ষা পাবে “কেবল অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে পলায়নকারীর মতো” (পদ ১৫)। এটি যীশুর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে জবাবদিহিতার বিষয়টি যুক্ত করে: কেবল সঠিকভাবে ভিত্তি স্থাপন করাই নয়, বরং স্থায়ী সত্যতার সাথে নির্মাণ করা।

ঈশ্বরের পরিবার হিসেবে একতাবদ্ধ: এক পবিত্র মন্দির হয়ে ওঠা (ইফিষীয় ২:১৯-২২)

পৌল ইফিষীয় ২:১৯-২২ পদে এই চিত্রকল্পকে আরও বিকশিত করেছেন, এবং এটিকে একটি সমষ্টিগত মাত্রায় নিয়ে গেছেন যেখানে অনুগ্রহ বিশ্বাসীদেরকে এক ঐশ্বরিক আবাসে একত্রিত করে। অ-ইহুদিরা আর □□□□□;বদিশী ও প্রবাসী□□□□□; নয়, বরং তারা এখন □□□□□;ঈশ্বরের লোকেদের সঙ্গে সহনাগরিক এবং তাঁর পরিবারের সদস্য□□□□□; (পদ ১৯), □□□□□;পূরোহিত ও ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত, এবং খ্রীষ্ট যীশু স্বয়ং প্রধান কোণার পাথর□□□□□; (পদ ২০)। তাঁর মধ্যে, □□□□□;সমগ্র ইমারতটি একত্রিত হয়ে প্রভুর এক পবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়□□□□□; (পদ ২১), এবং বিশ্বাসীরা □□□□□;একত্রে এমন এক আবাসে নির্মিত হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা বাস করেন□□□□□; (পদ ২২)। এটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলো থেকে নির্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়: ভিত্তি হলেন খ্রীষ্ট (মথি এবং ১ করিন্থীয়), যা এখন প্রেরিতদের ও ভাববাদীদের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং খ্রীষ্টই হলেন প্রধান কোণার পাথর যা প্রতিটি অংশকে নিখুঁতভাবে সারিবদ্ধ করে। অনুগ্রহই হলো বন্ধনকারী মাধ্যম—খ্রীষ্টের মিলন ঘটানোর কাজ ইহুদি ও অ-ইহুদিদের একত্রিত করে, বিভেদ প্রতিরোধ করে এবং ঈশ্বরের পবিত্র আবাসে অবিচলিতভাবে বেড়ে ওঠাকে সম্ভব করে তোলে।

মূল প্রস্তর সংলগ্ন জীবন্ত পাথর: গ্রহণযোগ্যতা অথবা হোঁচট খাওয়া (১ পিতর ২:৪-৮)

১ পিতর ২:৪-৮ পদে পিতর এই রূপকটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন, যেখানে তিনি গৃহটিকে একটি গতিশীল, আধ্যাত্মিক বাস্তুবতা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। □□□□□;যখন তোমরা তাঁর কাছে আসো, সেই জীবন্ত পাথরের কাছে—যাকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তিনি মনোনীত ও মূল্যবান—তখন তোমরা নিজেরাও জীবন্ত পাথরের মতো একটি আধ্যাত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ□□□□□; (পদ ৪-৫)। বিশ্বাসীরা এক পবিত্র যাজকগোষ্ঠীতে পরিণত হন, যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক বলি উৎসর্গ করেন। পিতর শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রীষ্টকে □□□□□;সহই পাথর যা নির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা প্রধান কোণাপাথর হয়েছে□□□□□; (পদ ৭, গীতসংহিতা ১১৮:২২ থেকে), এবং □□□□□;এমন এক পাথর যা মানুষকে হোঁচট খাওয়ায় ও এমন এক শিলা যা তাদের পতন ঘটায়□□□□□; (পদ ৮, যিশাইয় ৮:১৪ থেকে) বলে নিশ্চিত করেছেন। যারা বিশ্বাস করে ও বাধ্য থাকে, তাদের জন্য তিনি মূল্যবান সংগতি ও সম্মান; আর অবাধ্যদের জন্য, তিনি হোঁচট খাওয়ার কারণ। এর মাধ্যমেই এই ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়টি সম্পন্ন হয়: ভিত্তি (মথি/১ করিন্থীয়), একীভূত মন্দির (ইফিষীয়), যা এখন অবিরাম বাধ্যতার মাধ্যমে মূল প্রস্তরকে ঘিরে সক্রিয়ভাবে স্থাপিত জীবন্ত অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সবকিছুকে একসূত্রে গাঁথা: একটি সুসংহত আধ্যাত্মিক সৌধ

এই অনুচ্ছেদগুলো নিখুঁত সামঞ্জস্যে একে অপরের সাথে সংযুক্ত, যা আধ্যাত্মিক গৃহের জন্য ঈশ্বরের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রকাশ করে। মথি ৭:২৪-২৭ এই আবশ্যিকতা প্রতিষ্ঠা করে: খ্রীষ্টের বাক্য শোনো এবং তা পালন করো, যা গৃহটিকে এক অটল ভিত্তির উপর সুরক্ষিত করে (১ করিন্থীয় ৩:১১ পদে সুস্পষ্টভাবে যীশু খ্রীষ্ট)। ১ করিন্থীয় ৩:৯-১৫ এতে গভীরতা যোগ করে, অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করতে পারে এমন উপকরণ দিয়ে সতর্ক নির্মাণের জন্য তাগিদ দেয় এবং সেই একমাত্র ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর জোর দেয়। ইফিষীয় ২:১৯-২২ এটিকে সাম্প্রদায়িক পর্যায়ে প্রসারিত করে দেখায় যে, কীভাবে অনুগ্রহ প্রেরিত ও ভাববাদীদের উপর নির্মিত বিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করে, যিনি প্রধান কোণার পাথর হিসেবে ঈশ্বরের মন্দিরে নিখুঁত সামঞ্জস্য ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করেন। পরিশেষে, ১ পিতর ২:৪-৮ প্রাণশক্তি সঞ্চার করে, যা নিশ্চল উপকরণগুলোকে জীবন্ত পাথরে রূপান্তরিত করে, যা জীবন্ত কোণার পাথরের চারপাশে সক্রিয়ভাবে নির্মিত হয়, যেখানে বিশ্বাস যাজকত্ব ও সম্মান এনে দেয়, আর অবিশ্বাস হোঁচট খাওয়ার দিকে নিয়ে যায়। একীভূত বার্তাটি স্পষ্ট: যীশু খ্রীষ্টই হলেন একমাত্র ভিত্তি এবং প্রধান কোণার পাথর; আত্মপালন স্থায়ীভাবে নির্মাণ করে; অনুগ্রহ একত্রিত করে ও টিকিয়ে রাখে; এর ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় এক পবিত্র, জীবন্ত মন্দির, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন এবং যা প্রতিটি ঝড় ও বিচারের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপক। যেকোনো পর্যায়ে অবাধ্যতা পতন বা ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করে, কিন্তু খ্রীষ্টের সাথে পূর্ণ একাত্মতা এমন এক অনন্তকালীন আবাস তৈরি করে যা তাঁকে মহিমাধিত করে। লেখকের স্বপ্ন-অনুপ্রাণিত অধ্যয়ন থেকে উদ্ভূত এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বিজ্ঞতার সাথে ও আত্মপালন করে নির্মাণ করতে আহ্বান জানায়।

ভিত্তি: খ্রীষ্ট, প্রেরিতগণ এবং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ

আত্মিক গৃহ খ্রীষ্ট, প্রেরিতগণ এবং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (ইফিষীয় ২:২০)। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে এবং বাধ্যতায় পথ দেখাতে এঁদের প্রত্যেকেই এক স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেন।

- খ্রীষ্ট, মূল ভিত্তিপ্রস্তর: যীশু হলেন মূল ভিত্তিপ্রস্তর, যা সমগ্র কাঠামোকে সুসংহত করে (ইফিষীয় ২:২০; যিশাইয় ২৮:১৬)। তাঁর জীবন, শিক্ষা এবং আত্মত্যাগই বিশ্বাস ও বাধ্যতার ভিত্তি। ঐশ্বরিক বাক্য হিসেবে (যোহন ১:১), তিনি সমস্ত শাস্ত্রের মূল ভিত্তি, যদিও তিনি নিজে তা লেখেননি (২ তীমথিয় ৩:১৬)। সত্য থাকার জন্য আধ্যাত্মিক গৃহের প্রতিটি দিক তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

- প্রেরিতগণ: খ্রীষ্ট কর্তৃক মনোনীত, পৌল, পিতর এবং যোহনের মতো প্রেরিতগণ পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় তাঁদের অনুপ্রাণিত নতুন নিয়মের রচনাসমূহের (যেমন, সুসমাচার, পত্রাবলী) মাধ্যমে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন (২ পিতর ১:২০-২১)। তাঁদের শিক্ষা বিশ্বাসীদেরকে ধার্মিক জীবনযাপন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্যতা বিষয়ে নির্দেশ দেয় (যোহন ১৬:১৩-১৪)।
- পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ: যিশাইয়, যিরমিয় এবং মোশির মতো ভাববাদীগণ, ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, খ্রীষ্টের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন (যেমন, যিশাইয় ৫৩; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫)। প্রেরিতদের শিক্ষার পাশাপাশি তাদের লেখাগুলোই বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে (ইফিষীয় ২:২০)। তাদের অনুপ্রাণিত বার্তার প্রতি বাধ্যতা বিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম করে, আর তা প্রত্যাখ্যান করলে হেঁচট খেতে হয় (১ পিতর ২:৮)।

ভিত্তিপ্রস্তর এবং মূলের উদাহরণ

এখানে খ্রিস্টের শিক্ষার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো, যেগুলোর সাথে প্রেরিত বা নবীদের শিক্ষার সংমিশ্রণ রয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর	ফাউন্ডেশন
মথি ৭:২৪-২৭	১ করিন্থীয় ৩:৯-১৫, ইফিষীয় ২:১৯-২২, ১ পিতর ২:৫-৮
মথি ১৩:৩৩, মথি ১৬:৫-১২	১ করিন্থীয় ৫:৬-১৩, গালাতীয় ৫:১-১৫
মথি ৫:৫	গীতসংহিতা ৩৭
মথি ৫:৪৩-৪৮	হিতোপদেশ ২৫:২১-২২, রোমীয় ১২:২০-২১
মথি ৫:২১-৩০, মথি ১৫:১৮-২০, মার্ক ৭:২০-২৩	গালাতীয় ৫:১৯-২১, রোমীয় ১:২৯-৩১, হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯

বেশি পড়লে পাঠক আরও জানতে পারেন।

বিশ্বাস - □□□□□□ - পিস্টিস

1) কোনো কিছুর সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়, বিশ্বাস; নতুন নিয়মে এটি ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক বিষয়াদির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক এক ধরনের প্রত্যয় বা বিশ্বাস, যার সঙ্গে সাধারণত বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ও তার সঙ্গে যুক্ত আস্থা এবং পবিত্র উদ্দীপনার ধারণাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

□. ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত

1. এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও শাসক, এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত পরিত্রাণের জোগানদাতা ও প্রদানকারী।

□. ১খ) খ্রীষ্ট সম্পর্কিত

1. একটি দৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য প্রত্যয় বা বিশ্বাস যে, যিশুই হলেন মসিহ, যাঁর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত পরিত্রাণ লাভ করি।

□. খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস

□. ঈশ্বর বা খ্রীষ্টের প্রতি আস্থা (বা বিশ্বাস)-এর প্রধান ধারণা-ভিত্তিক ধারণা, যা একই সত্তার প্রতি বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।

2) বিশ্বস্ততা, আনুগত্য

□. এমন একজনের চরিত্র যার উপর নির্ভর করা যায়

গীতসংহিতা ১৪: ১

□ বিশ্বাস শুধু একটি বিকল্প নয়, এটি হৃদয়ের একটি মনোভাব।

□ আপনি ধার্মিক হয়েও একজন প্রায়োগিক নাস্তিক হতে পারেন। (আপনি কি এমনভাবে জীবনযাপন করেন যেন ঈশ্বর আছেন?)

ইব্রীয় ১১: ১-৩

- বিশ্বাস মানে শুধু এমন কিছুতে বিশ্বাস করা নয়, যা আপনি জানেন যে সত্যি নয়!
- এটা শুধু অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া নয়। (এটা আলোর দিকে ঝাঁপ!)
- এটি আধ্যাত্মিক নিশ্চয়তা।

ইব্রীয় ১১:৬

- বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।
- আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি এবং আমাদের তা করতেই হবে।
- তিনি সেখানেই আছেন, এবং আমরা যদি আন্তরিকভাবে তাঁর সন্ধান করি তবে তাঁকে খুঁজে পাব।

যাকোব ২: ১৪-২৬

- কর্ম ছাড়া বিশ্বাস অর্থহীন।
- ধার্মিক হওয়ার প্রচেষ্টা: পাপের মোকাবিলা করা। □ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা: প্রার্থনা, বাইবেল অধ্যয়ন।
- অন্যদের সাহায্য করার প্রচেষ্টা: গির্জা, সুসমাচার প্রচার, অভাবীদের সেবা।
- বিশ্বাস তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা সক্রিয় বিশ্বাস হয়।
- আব্রাহামের বিশ্বাস ও কর্ম একত্রে কাজ করেছিল। আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে, ঈশ্বর কেবল আজ্ঞাপালনের মুহূর্তেই জানতে পেরেছিলেন যে আব্রাহামের প্রকৃত বিশ্বাস ছিল (২২:১২)।
- কর্ম ছাড়া কেবল বিশ্বাসের দ্বারা কেউ ধার্মিক বলে গণ্য হয় না (যাকোব ২:২৪)।
- দ্রষ্টব্য: “কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতা লাভ” এবং “একবার পরিত্রাণ পেলে, সর্বদা পরিত্রাণপ্রাপ্ত”—এই বিশ্বাসের কারণে লুথার (১৫০০-এর দশক) যাকোবের সম্পূর্ণ পুস্তকটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি ইব্রীয়দের পুস্তকটিও প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এই পুস্তকে বারবার বলা হয়েছে যে আমাদের পরিত্রাণ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। (লুথার এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন।)

ইব্রীয় ১১:৪-১০

- বিশ্বাসের দ্বারা হেবল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য বলি উৎসর্গ করেছিলেন (ইব্রীয় ১১:৪)
- ঈশ্বরের কাছ থেকে সতর্কবাণী পাওয়ার পর, বিশ্বাসের দ্বারা নূহ তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য জাহাজটি নির্মাণ করেছিলেন। (ইব্রীয় ১১:৭)
- বিশ্বাসের দ্বারা আব্রাহাম আজ্ঞা পালন করে পরদেশে গমন করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে আরও উত্তম এক গৃহে (অর্থাৎ স্বর্গে) আশ্বাস করছেন। (ইব্রীয় ১১:৮-১০)
- কর্মে পরিণত বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের জীবন্ত বাণীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত সাড়া।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস (ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির শর্তগুলো পূরণ করাই হলো বিশ্বস্ত কাজ)

১. ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করতে চান

- . মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের আচরণ সর্বদাই শর্তসাপেক্ষে ঐশ্বরিক আশীর্বাদের করুণাময় প্রস্তাব এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে—অর্থাৎ, শর্তসাপেক্ষে বিবৃতির (যদি... তবে...) আকারে প্রতিশ্রুতি।
- . বাইবেলে ‘বিশ্বাসীদের পিতা’ হিসেবে পরিচিত আব্রাহাম সবকিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরকে অনুসরণ করে প্রতিজ্ঞাত দেশে গিয়েছিলেন—আশীর্বাদ লাভ করা তাঁর বাধ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল (আদিপুস্তক ১২:১-৪)।
 - . পরবর্তীকালে এই প্রতিশ্রুতিগুলোকে আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

2. পুরাতন এবং নতুন চুক্তি

- . পূর্ববর্তী পাঠে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেল দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম, যেগুলোর মধ্যে দুটি ভিন্ন চুক্তির বর্ণনা রয়েছে।
- . ইতিহাসে, ঈশ্বর দুটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি করেছেন: প্রথমটি হলো মিশর থেকে আহূত ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে, এবং দ্বিতীয়টি হলো জগৎ থেকে আহূত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে (ইব্রীয় ৮:৬-১৩)।
- . যদিও পুরাতন নিয়মকে প্রায়শই আজ্ঞা হিসেবে ভাবা হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ বিধিগুলোর পেছনের প্রতিজ্ঞাগুলোই হলো সেই নিয়মের ভিত্তি (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১২-১৫)।
 - . দুর্ভাগ্যবশত, ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বস্ততার অভাবে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্যতা হারিয়েছিল (যিশাইয় ১:২-৭)।

3. নতুন চুক্তির উত্তম প্রতিজ্ঞাগুলোর কিছু উদাহরণ

- . যদি আমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার অন্বেষণ করি, তবে ঈশ্বর আমাদের সমস্ত জাগতিক প্রয়োজনের যত্ন নেবেন (মথি ৬:৩৩)।
- . যদি আমরা যীশুর কাছে আসি, তাঁর জোয়াল গ্রহণ করি এবং আমাদের বোঝা তাঁর হাতে তুলে দিই, তাহলে আমরা আত্মিক বিশ্রাম লাভ করব (মথি ১১:২৮-৩০)।
- . যদি আমরা অনুতাপ করি এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তবে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা এবং ঈশ্বরের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মার দান লাভ করব (প্রেরিত ২:৩৬-৩৯)।
- . ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে অধ্যবসায় আমাদের জন্য তাঁর আশীর্বাদ নিশ্চিত করে (ইব্রীয় ১০:৩৫-৩৯)।

4. ঈশ্বরের শিক্ষা পালন করলে সত্যের জ্ঞান লাভ হয়।

- . বিশ্বাসের দ্বারা আব্রাহাম আজ্ঞা পালন করে পরদেশে গমন করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে আরও উত্তম এক গৃহে (অর্থাৎ স্বর্গে) আহ্বান করছেন। (ইব্রীয় ১১:৮-১০, ১৩-১৬)
- . বিশ্বাসের দ্বারা আব্রাহাম আজ্ঞা পালন করে ইসহাককে উৎসর্গ করেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর মৃতকেও জীবিত করতে পারেন (ইব্রীয় ১১:১৭-১৯)।

5. আমাদের জীবন আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন (১ তীমথিয় ৪:১৬)

- . আমাদের সঠিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করতে হবে এবং সঠিক পথে জীবনযাপন করতে হবে।
 - . পরিত্রাণ লাভ করা এবং কার্যকরভাবে বার্তাটি প্রচার করা—উভয়ই আমাদের জীবন ও মতবাদের সাথে সংযুক্ত।
 - . এই সপ্তাহে আপনি কী বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসগুলো কতটা ভালোভাবে পালন করছেন, তা নিয়ে ভাবার জন্য সময় ব্যয় করুন।

আনুগত্য - □□□□□□ - □□□□□□□□

- 1) আনুগত্য, সম্মতি, বশ্যতা
- 2) যে কারও পরামর্শের প্রতি আনুগত্য, যা খ্রিষ্টধর্মের বিধানসমূহ পালনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

- 1) শোনা, কান পাতা
 - . যে ব্যক্তি দরজায় টোকা শুনলে কে এসেছে তা শুনতে এগিয়ে আসে, (কুলি বা দ্বাররক্ষীর কর্তব্য)
- 2) আদেশ পালন করা
 - . মান্য করা, বাধ্য থাকা, বশ্যতা স্বীকার করা

পুরাতন নিয়মের শিক্ষা—আসুন, আমরা পুরাতন চুক্তির অধীনে থাকা তিনজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করি।

শৌল—১ শমুয়েল ১৫ (নির্বাচিত)

- ১৫:১-৩: শৌলকে একটি নির্দিষ্ট আদেশ পালন করতে বলা হয়।
- ১৫:৭-৯: শৌল আদেশটি আংশিকভাবেই পালন করেন।
- ১৫:১২-৩১: নিজের পাপ স্বীকার করার আগে সে বেশ প্রতিরোধ করে। অজুহাত!
- উপসংহার:
- . আংশিক আনুগত্য হলো অবাধ্যতা!
- . বেছে বেছে মান্য করাও এক প্রকার অবাধ্যতা!
- . আমরা বাধ্য ছিলাম কি না, সে বিষয়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হওয়া সম্ভব।

উয্জা—২ শমুয়েল ৬:১-৭

- ঈশ্বর তাঁর বাক্য অমান্য করাকে গুরুতর বিষয় হিসেবে দেখেন!
- আন্তরিকতা দোষ দূর করে না (১ করিন্থীয় ৪:৪)।
- এটা কি অন্যায্য মনে হচ্ছে? দায়ুদও তাই ভাবতেন, যতক্ষণ না তিনি ঈশ্বরের বাক্য কী বলে তা জানতে পারলেন (দেখুন ১ বংশাবলি ১৫:১২-১৫)।

নামান—২ রাজাবলি ৫:১-১৫

- ৫:১০: ঈশ্বরের বাক্য সরল ও সহজবোধ্য।
- ৫:১১: ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া থেকে সাবধান থাকুন।
- ৫:১১: পূর্বধারণা ত্যাগ করুন।
- ৫:১২: না, ঈশ্বর যা বলেন তা পালন করার কোনো বিকল্প নেই।
- ৫:১৩: বস্তুনিষ্ঠ হতে এবং বিষয়গুলো যুক্তি দিয়ে বিচার করতে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।
- ৫:১৪: ঈশ্বর আজ্ঞাপালনকে আশীর্বাদ করেন।
- ৫:১৪: আনুমানিক বাধ্যতা যথেষ্ট নয় (জর্ডানে পাঁচবার ডুব দেওয়া, অথবা ফারপারে সাতবার ডুব দেওয়া)।
- ৫:১৫: আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বাধ্য হতে শুরু করি, তখনই আমরা তাঁর কদর করতে ও তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শিখি।

নতুন নিয়মের শিক্ষা: আসুন দেখি, বাধ্যতা সম্বন্ধে যিশু ও তাঁর অনুগামীরা কী শিক্ষা দিয়েছেন।

মথি ৭:২১-২৩

- এই মানুষগুলো ধার্মিক, কর্মঠ এবং সম্ভবত আন্তরিক ছিলেন—কিন্তু দিশেহারা ছিলেন।
- কেবল তারাই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে।
- এটা বিশ্বাস করা সম্ভব যে ঈশ্বরের সাথে আপনার একটি পরিত্রাণপ্রাপ্ত সম্পর্ক রয়েছে, অথচ আপনি আদৌ পরিত্রাণপ্রাপ্ত নন।

যোহন ১৪:১৫, ২৩-২৪

- বাধ্যতা শুধু পুরাতন বিধানের অংশ নয়; যিশু এবং নতুন নিয়মে বারবার বাধ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- ভালোবাসা ও আনুগত্য কার্যত সমতুল্য।

১ যোহন ২:৩-৬

- ২:৩: আপনি যদি যিশুর একজন আঙ্কাবহ শিষ্য হিসেবে জীবনযাপন করেন, তবে আপনি আপনার পরিত্রাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।
- ২:৪: যদি তোমরা দাবি করো যে তোমরা তাঁকে চেনো কিন্তু অবাধ্য, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী।
- ২:৬: আমাদের অবশ্যই যিশুর জীবনধারা অনুসরণ করতে হবে! বাধ্যতা খ্রিষ্টধর্মের একটি কেন্দ্রীয় অংশ।

উপসংহার

যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্রুশের কারণে বাধ্যতা ঐচ্ছিক হয়ে যায়নি। ঈশ্বরের একজন প্রকৃত অনুসারীর জন্য এটি সর্বদাই অপরিহার্য ছিল। কী আপনাকে বাধ্যতা পালন করা থেকে বিরত রাখছে?

□□□□□ - □□□□□ - □□□□□□□

1) অনুগ্রহ

- . যা আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি, মাধুর্য, আকর্ষণ ও সৌন্দর্য দান করে: বাকচাতুর্য।

2) সদৃশতা, মৈত্রী, অনুগ্রহ

- . সেই করুণাময় দয়ার কথা, যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের উপর তাঁর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে খ্রীষ্টের দিকে ফেরান, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস, জ্ঞান ও অনুরাগে তাদেরকে রক্ষা করেন, শক্তিশালী করেন ও বৃদ্ধি করেন এবং খ্রীষ্টীয় সদগুণাবলীর অনুশীলনে তাদেরকে প্রজ্জ্বলিত করেন।

3) অনুগ্রহের প্রাপ্য কী

- . ঐশ্বরিক অনুগ্রহের শক্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা
- . অনুগ্রহ বা সুবিধার নিদর্শন বা প্রমাণ
 - . অনুগ্রহের উপহার
 - . সুবিধা, পুরস্কার

4) ধন্যবাদ, (উপকার, সেবা বা অনুগ্রহের জন্য), প্রতিদান, পুরস্কার

প্রেরিত পৌল সম্ভবত তাঁর সমসাময়িক অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বেশি উপলব্ধি করতেন, এবং তিনি আমাদের বলেন যে, সেই কারণেই তিনি এত সাফল্য অর্জন করেছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:১০)। যেহেতু অনুগ্রহের ধারণাটি বোঝা এবং তা স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য, তাই অনুগ্রহের একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপলব্ধির জন্য আমরা পৌলকে বেছে নিই।

ইফিসীয় ২:১-১০

- আমাদের পাপের কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছে মৃত। যখন আমরা জগতের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করি, অথবা নিজেদের কামনা-বাসনা অনুসরণ করি, তখন আমরা তাঁর ক্রোধের পাত্র হয়ে উঠি।
- অনুগ্রহের (আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার) কারণে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। আমরা এর যোগ্য নই, কিন্তু যদি আমরা তা গ্রহণ করি, তবে এটি একটি বিনামূল্যের উপহার।
- খ্রিস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।
- ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদেরকে সৎকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করে।

রোমীয় ৫:৬-১১

- অনুগ্রহের সংজ্ঞা: ঈশ্বর আমাদের এতটাই ভালোবাসেন যে, আমরা তাঁর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তিনি খ্রীষ্টকে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করার অনুমতি দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত রূপ: খ্রীষ্টের বিনিময়ে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য।
- আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট পাপী, কেবল শাস্তিরই যোগ্য, কিন্তু তিনি আমাদের পরিবর্তে দুঃখভোগ করার জন্য খ্রীষ্টকে পাঠালেন।

- যিশুর রক্তের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাই (ক্ষমার জন্য রক্তপাত আবশ্যিক [ইব্রীয় ৯:২২, ২৮])।

তীত ২:১১-১৪

- অনুগ্রহ আমাদের জন্য পরিব্রাণ।
- ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদেরকে পাপ থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করতে পরিচালিত করে; আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের অপব্যবহার করব না।
- যেহেতু অনুগ্রহ কামনা-বাসনাকে জয় করে, তাই তা পাপ করার অনুমতিপত্র নয় (যিহূদা ৪)। অনুগ্রহ সস্তা নয়—এর জন্য যিশুকে তাঁর জীবন দিতে হয়েছিল।

১ করিন্থীয় ১:১৮-২৫

- ক্রুশ হলো পাপের জন্য ঈশ্বরের শক্তিশালী সমাধান।
- ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি না থাকলে, ক্রুশের বার্তা আমাদের কাছে মুর্থতা বলে মনে হবে।

২ করিন্থীয় ৫:১৪-২১

- খ্রীষ্টের প্রেম একটি প্রতিদান দাবি করে! (দেখুন ১ করিন্থীয় ১৫:৯-১০।)
- যিশু আমাদের পাপভার এমনভাবে বহন করেছিলেন যে তিনি নিজেই পাপস্বরূপ, বা পাপমোচনের বলিতে পরিণত হয়েছিলেন।
- ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদেরকে তাঁর জন্য বাঁচতে এবং তাঁর পক্ষে কথা বলতে অনুপ্রাণিত করে।

১ করিন্থীয় ১৫:৯-১০

- যদিও এটা সত্যি নয় যে আমরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিব্রাণ পাই, তবে এটা সত্যি যে ঈশ্বরের কৃপায় তারাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন, যারা ঈশ্বরের সবচেয়ে পরিশ্রমী কর্মী!

হিতোপদেশ ৩:৩৪

- এই পদটি অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কিত নম্রতা নিয়ে আলোচনা করে।
- পিতর ও যাকোব কর্তৃক উদ্ধৃত (১ পিতর ৫:৫, যাকোব ৪:৬)

অনুগ্রহ পাপ বা অলসতার ছাড়পত্র নয়।

অনেকে অনুগ্রহকে পাপ (বা অলসতা) চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি বলে ভুল বোঝেন, এই ভেবে যে, □□□□□; ঈশ্বর তো এমনিতেই ক্ষমা করে দেবেন। □□□□□; কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র এই ধারণাকে জোরালোভাবে খণ্ডন করে:

- তাহলে আমরা কী বলব? অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায়, এইজন্য কি আমরা পাপে লিপ্ত থাকব? নিশ্চয়ই না! আমরা যারা পাপের জন্য মৃত, তারা আর কি করে তাতে জীবনযাপন করব? (রোমীয় ৬:১-২)।
- অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা দেয় “অধার্মিকতা ও জাগতিক কামনাবাসনা বর্জন করতে” এবং “সংযম, ধার্মিকতা ও ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করতে” (তীত ২:১১-১২)।
- যারা অনুগ্রহকে বিকৃত করে অনৈতিকতার লাইসেন্সে পরিণত করে, তারা দণ্ডিত (যিহূদা ৪)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ মূল্যবান—এর জন্য খ্রীষ্টকে তাঁর জীবন দিতে হয়েছে—এবং এটি আমাদের পাপকে জয় করার শক্তি দেয়, পাপের অজুহাত দেখায় না। যেমন পৌল বলেছিলেন, “ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমি আজ এই হয়েছি, এবং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি; কিন্তু আমি সকলের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করেছি, তবে তা আমি নই, বরং আমার সঙ্গে থাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহেরই ফল” (১ করিন্থীয় ১৫:১০)। প্রকৃত অনুগ্রহ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য উদ্যোগী বাধ্যতা ও কঠোর পরিশ্রমে শক্তি জোগায়, অলসতায় নয়।

বিশ্বাস, আনুগত্য এবং অনুগ্রহের বিখ্যাত উদাহরণ

1. আব্রাহাম:

- বিশ্বাস: ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাসের জন্য আব্রাহামকে □#39;বিশ্বাসের জনক□#39; বলা হয়। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন, তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনেই (আদিপুস্তক ১২:১-৪)।
- আঞ্জাপালন: তাঁর আঞ্জাপালনের সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হলো যখন তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার উপর আস্থা রেখে নিজের পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিলেন (আদিপুস্তক ২২:১-১৮)।
- অনুগ্রহ: তাঁর দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও, যেমন বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ নিয়ে উপহাস করে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করা (আদিপুস্তক ১৭:১৭), ঈশ্বর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রসারিত করেছিলেন এবং আব্রাহামের মানবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর চুক্তি পূর্ণ করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৫:৬, রোমীয় ৪:৩)।

2. নোয়া:

- বিশ্বাস: বন্যার কোনো লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও নূহ ঈশ্বরের সেই সতর্কবাণীতে বিশ্বাস করেছিলেন (ইব্রীয় ১১:৭)।
- বাধ্যতা: তিনি সম্ভাব্য উপহাসের মাঝেও অত্যন্ত যত্নসহকারে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসরণ করে জাহাজটি নির্মাণ করেছিলেন, যে কাজটি সম্পন্ন করতে বহু বছর লেগেছিল (আদিপুস্তক ৬:২২)।
- অনুগ্রহ: ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পরিবারকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং পরে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তি স্থাপন করেছিলেন (আদিপুস্তক ৬:৮)।

3. মোজেস:

- বিশ্বাস: মিশর থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করার ব্যাপারে ঈশ্বরের শক্তিতে মোশির বিশ্বাস ছিল, এমনকি তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ওপর আস্থা রেখে ফেরাউনের মুখোমুখিও হয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:১০-১২)।
- বাধ্যতা: তিনি ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে আনার এবং মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের বিস্তারিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:৪০)।
- অনুগ্রহ: তাঁর প্রাথমিক অনিচ্ছা এবং পরবর্তীকালের অবাধ্যতার মুহূর্তগুলো (যেমন পাথরে আঘাত করা) সত্ত্বেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ সুস্পষ্ট ছিল, কারণ মোশি তাঁর তোতলামি সত্ত্বেও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে প্রতিজ্ঞাত দেশ দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন (গণনাপুস্তক ১২:৩, দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১-৪)।

4. যিশুর মা মরিয়ম:

- বিশ্বাস: সামাজিক পরিণতি সত্ত্বেও, তিনি স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের এই ঘোষণায় বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্রকে গর্ভে ধারণ করবেন (লুক ১:৩৮)।
- আঞ্জাপালন: স্বর্গদূতের প্রতি তার উত্তর ছিল বশ্যতামূলক, “দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্য অনুসারেই আমার প্রতি হোক।”
- অনুগ্রহ: ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল, কারণ তিনি যিশুর মা হওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, এমন একটি ভূমিকা যার জন্য অপরিমেয় বিশ্বাস ও বাধ্যতা প্রয়োজন ছিল (লুক ১:২৮-৩০)।

5. ডেভিড:

- বিশ্বাস: গলিয়াথের সঙ্গে লড়াইয়ে ঈশ্বরের উদ্ধারের ওপর আস্থা রাখার মাধ্যমে দায়ূদের বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল (১ শমুয়েল ১৭:৪৫-৪৭)।
- বাধ্যতা: তাঁর অনেক ক্রটি থাকা সত্ত্বেও, দায়ূদ ঈশ্বরের আদেশ পালন করে তাঁকে মান্য করার চেষ্টা করতেন, বিশেষত যখন তিনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত শৌলের কোনো ক্ষতি করতে অস্বীকার করেছিলেন (১ শমুয়েল ২৪:৬)।
- অনুগ্রহ: দায়ূদ বারবার ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, বিশেষ করে বাথশেবার সঙ্গে তাঁর পাপের পর অনুতাপের সময়ে, যখন তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছিল এবং ঈশ্বরের আপন হৃদয়ের মানুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছিল (গীতসংহিতা ৫১, প্রেরিত ১৩:২২)।

সংযোজন

ইফিসীয় ২:২০ পদে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের কথা কেন উল্লেখ করা হয়েছে?

ইফিসীয় ২:২০ পদে বলা হয়েছে যে, মণ্ডলী “প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত, এবং স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টই তার প্রধান প্রস্তুত।” নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য ‘ভাববাদী’ শব্দটি সম্ভবত পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের বোঝায়:

1. বাইবেলীয় প্রেক্ষাপট: ইফিসীয় পুস্তকে পৌল মণ্ডলীর মধ্যে যিহুদী ও পরজাতিদের ঐক্যের উপর জোর দেন, যা একটি অভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (ইফিসীয় ২:১৪-১৮)। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা, যাঁরা মসিহের বিষয়ে এবং সকল জাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যেমন, যিশাইয় ৪২:৬, ৪৯:৬), একটি শাস্ত্রীয় ভিত্তি প্রদান করেন যা প্রেরিতদের নতুন নিয়মের শিক্ষার পরিপূরক। এটি আদি খ্রিস্টানদের দ্বারা পূজিত ঐতিহাসিক যিহুদী শাস্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
2. শাস্ত্রীয় পূর্বসূরিত্ব: নতুন নিয়মে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে পুরাতন নিয়মের প্রায়শই উদ্ধৃতি দেওয়া হয় (যেমন, রোমীয় ১:২; ইব্রীয় ১:১-২)। স্বয়ং যীশুও নিশ্চিত করেছেন যে ব্যবস্থা ও ভাববাদীগ্রন্থ (পুরাতন নিয়ম) তাঁর দিকেই নির্দেশ করে (মথি ৫:১৭; লুক ২৪:৪৪)। ইফিসীয় ২:২০ পদে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা এই ধারাবাহিকতাকে আরও শক্তিশালী করে।
3. নবীদের ভূমিকা: পুরাতন নিয়মের নবীরা প্রধানত ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্র প্রচার করতেন (২ পিতর ১:২১), যা প্রেরিতদের লেখার পাশাপাশি আদি মণ্ডলীর জন্য প্রামাণিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। নতুন নিয়মের নবীরা, যদিও প্রত্যাদেশ ও উৎসাহ প্রদানে বরপ্রাপ্ত ছিলেন (১ করিন্থীয় ১৪:৩), সাধারণত মণ্ডলীর জন্য ভিত্তি স্থাপনকারী শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নন।
4. ব্যাকরণগত গঠন: ইফিসীয় ২:২০ পদে, “প্রেরিত ও ভাববাদীদের” একটি একক ভিত্তি হিসাবে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যা একটি ঐতিহাসিক অনুক্রমের ইঙ্গিত দেয় যেখানে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা প্রেরিতদের কাজের পূর্বে ছিলেন এবং তাদের পরিপূরক ছিলেন। যদি নতুন নিয়মের ভাববাদীদের বোঝানো হতো, তবে পৌল হয়তো তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতেন অথবা “মণ্ডলীর মধ্যে ভাববাদী” (যেমন ইফিসীয় ৪:১১ পদে আছে) এর মতো শব্দ ব্যবহার করতেন।
5. ধর্মতাত্ত্বিক সঙ্গতি: মূল প্রস্তুত (খ্রীষ্ট) এবং ভিত্তি (প্রেরিতগণ ও পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ) উভয় নিয়ম জুড়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার একীভূত প্রকাশকে প্রতিনিধিত্ব করে। নতুন নিয়মের ভাববাদীদের অন্তর্ভুক্ত করলে পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থাকে, কারণ আদি মণ্ডলীতে প্রেরিতদের সাথে তাদের ভূমিকার মিল ছিল (যেমন, প্রেরিত ১১:২৭-২৮)।

বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি: পুরাতন ও নতুন নিয়মের ভাববাদীরা

কিছু পণ্ডিত যুক্তি দেন যে ইফিসীয় ২:২০ পদে উল্লেখিত □□□□□;নবীগণ□□□□□; বলতে পুরাতন ও নতুন নিয়মের উভয় নবীকেই বোঝানো হয়েছে, এবং এর সপক্ষে তারা উল্লেখ করেন:

- নতুন নিয়মের ভাববাণী: ইফিসীয় ৪:১১ পদে ভাববাদীদেরকে মণ্ডলীর জন্য একটি উপহার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকার ইঙ্গিত দেয় (যেমন, প্রেরিত ১১:২৮ পদে আগাবাস)।
- আদি মণ্ডলীর প্রেক্ষাপট: নব নিয়মের ভাববাদীরা ধর্মগ্রন্থের সংকলন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রত্যাদেশ প্রদান করেছিলেন, যা সম্ভবত মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপনে অবদান রেখেছিল।

তবে, এই দৃষ্টিভঙ্গিটি কম সম্ভাব্য, কারণ:

- পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মতো প্রামাণিক শাস্ত্রবচন নয়, বরং নতুন নিয়মের ভাববাদীরা প্রধানত পরিস্থিতিগত নির্দেশনা দিতেন (যেমন, প্রেরিত ২১:১০-১১)।
- ইফিসীয় ২:২০ পদে ভিত্তিগত ভূমিকাটি অস্থায়ী ভাববাণীর উপর নয়, বরং চিরস্থায়ী শাস্ত্রের (পুরাতন নিয়ম এবং প্রেরিতদের লেখা) উপর জোর দেয়।
- ইফিসীয় পুস্তকে পৌলের মূল মনোযোগ হলো ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার ঐক্যের উপর, যা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের সাথে প্রেরিতদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে ফুটে ওঠে।

সুতরাং, □#39;নবী□#39; শব্দটিকে পুরাতন নিয়মের নবী হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলে, তা মণ্ডলীর বিশ্বাসের জন্য একটি অধিকতর স্পষ্ট ও সুসংগত ভিত্তি প্রদান করে, যা খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশকারী চিরস্থায়ী ধর্মগ্রন্থে প্রোথিত।

বাস্তব প্রয়োগ: আপনার বাড়ি নির্মাণ

একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক গৃহ নির্মাণ করতে, বিশ্বাস, আনুগত্য এবং অনুগ্রহকে সমন্বিত করুন:

- বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন: ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর আস্থা গভীর করার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন (যেমন, গীতসংহিতা ১১৯)।
- ভিত্তির অনুগত হোন: প্রেরিতগণ এবং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের অনুপ্রাণিত শিক্ষা অনুসরণ করুন (যেমন, যীশুর বাক্য অনুসারে কাজ করে মথি ৭:২৪-২৭ প্রয়োগ করুন)। হেঁচট খাওয়া এড়াতে খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম হোন (১ পিতর ২:৮)।
- অনুগ্রহের উপর নির্ভর করুন: ঈশ্বরের অযোগ্য কৃপার উপর আস্থা রাখুন, যা আপনাকে তাঁর পরিবারের অংশ হিসেবে টিকিয়ে রাখে (ইফিষীয় ২:৮-৯, ১৯-২২)। বিশ্বাসে অন্যদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে অনুগ্রহ ভাগ করে নিন।
- সাপ্তাহিক চ্যালেঞ্জ: একটি বিশ্বাসের লক্ষ্য (যেমন, ঈশ্বরের বাক্য বোঝার জন্য গীতসংহিতা ১১৯ পড়ুন), একটি আজ্ঞাপালনমূলক কাজ (যেমন, মথি ৬:১৪-১৫ অনুসারে কাউকে ক্ষমা করুন), এবং একটি অনুগ্রহের কাজ (যেমন, প্রতিবেশীর সেবা করুন) স্থির করুন। ভিত্তিপ্রস্তর খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য ১ পিতর ২:৫-৮ অধ্যয়ন করুন।